সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন

তারিখ ঃ ২৩. ১১. ২০১১

পুঁজি বাজারে স্থিতিশীলতা আনয়ন ও ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ঃ

স্বল্প মেয়াদী পদক্ষেপ ঃ এখনই বাস্তবায়নযোগ্য

১। শেয়ার ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যাংক এর সাবসিডিয়ারী কোম্পানীর অনুকূলে ব্যাংক প্রদত্ত মূলধন ঐ ব্যাংক এর 'exposure to capital market' হিসাবে গণ্য হবে না।

২। কোন কোম্পানীর শেয়ারে ব্যাংক এর দীর্ঘ মেয়াদী equity investment ঐ ব্যাংক এর 'capital market exposure' হিসেবে গণ্য হবে না।

৩। বৈদেশিক প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীর ক্ষেত্রে বিদেশী ব্রোকারেজ ফার্মকে প্রদেয় কমিশন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র/দলিলাদি দাখিল সাপেক্ষে দ্রুত প্রেরণের অনুমতি প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে। ফলে বিদেশী portfolio ব্যবস্থাপকরা আরো বেশী বেশী তহবিল বাংলাদেশের পুঁজি বাজারে বিনিয়োগে উৎসাহিত হবে।

৪। বিদেশী প্রাতিষ্ঠানিক এবং অ-নিবাসী বাংলাদেশীদের পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ থেকে অর্জিত লাভের উপর আরোপিত ১০% Capital Gain ট্যাক্স প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এতে বাজারে বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট হবে এবং Foreign Fund-এর প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে।

৫। পুঁজিবাজারে ব্যাংক এর বিনিয়োগ উদ্ভূত কোন ক্ষতির জন্যে প্রভিশন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে gain/loss net off করে provision সংরক্ষণ করা যাবে। উল্লেখ্য, আগে শুধুমাত্র net loss-কে বিবেচনায় নেয়া হতো।

৬। শেয়ার ব্যবসায় নিয়োজিত কোন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাবসিডিয়ারী কোম্পানীর অনুকূলে প্রদত্ত ঋণ single borrower exposure limit অতিক্রম করে থাকলে সীমা অতিরিক্ত ঋণ সমন্বয়ের জন্য ২ বছর সময় পাবে (২০১৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত)।

৭। মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর পরামর্শে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো আরো অধিক হারে পুঁজি বাজারে বিনিয়োগ করতে সম্মত হয়েছে।

৮। বীমা তহবিলের (লাইফ ও নন-লাইফ) বিনিয়োগযোগ্য অর্থ অনতিবিলম্বে পুঁজি বাজারে বিনিয়োগের জন্যে বীমা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো সম্মত হয়েছে। এছাড়া, সরকার বীমা শিল্পের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

৯। শেয়ারবাজারে তালিকাভূক্ত কোম্পানীসমূহের Sponsor/Director-দের সম্মিলিতভাবে ধারণকৃত শেয়ারের পরিমান অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত সীমার নীচে রয়েছে। পুঁজি বাজারের স্থিতিশীলতার স্বার্থে এসইসি কোম্পানীসমূহের উদ্যোক্তা পরিচালকদের উক্ত সীমা সকল সময়ের জন্যে ন্যূনতম ৩০% শেয়ার ধারণ বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

১০। এতদিন পর্যন্ত পুঁজি বাজারে মার্চেন্ট ব্যাংক ও সাবসিডিয়ারী সমূহের তহবিলের ৯৯%-১০০% পর্যন্ত সরবরাহ করতো parent কোম্পানীসমূহ (ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী)। এখন থেকে কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী

সর্বনিম্ন ৫১% parent কোম্পানী থেকে এবং অবশিষ্ট অংশ অন্য যে কোন তহবিল থেকে নিয়ে মার্চেন্ট ব্যাংক ও সাবসিডিয়ারীগুলো পুঁজি সংগ্রহ করতে পারবে। এতে মার্চেন্ট ব্যাংক ও সাবসিডিয়ারী সমূহের মূলধন বৃদ্ধি পাবে এবং তারল্য সংকট দীর্ঘ মেয়াদে অবসান হবে।

মধ্যমেয়াদী পদক্ষেপ ঃ তিন (৩) মাস

১। গুজব নির্ভর ও নিউজ সেনসিটিভ শেয়ার বাজারের পরিবর্তে একটি পূর্ণসচেতন মূলধন বাজার তৈরির লক্ষ্যে এসইসি Investment Advisory Service উন্মুক্ত করার পদক্ষেপ নেবে। এতে প্রাতিষ্ঠানিক/অপ্রাতিষ্ঠানিক নির্বিশেষে ব্রোকারেজ হাউজগুলো পেশাদার, দক্ষ এবং অভিজ্ঞ বিনিয়োগ ব্যবস্থাপক নিয়োগ দিতে বাধ্য হবে।

২। Investors, Academicians ও Policy Maker-দের Access to information নিশ্চিত করার জন্যে এসইসি Equity Research Publications উন্মুক্ত করবে।

৩। পুঁজি বাজারে তালিকাভূক্ত কোম্পানীসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্পোরেট গভার্নেন্স গাইডলাইন তৈরি করা হবে।

৪। মার্চেন্ট ব্যাংক ও সাবসিডিয়ারী সমূহের নিজস্ব মূলধন বাড়ানোর জন্য এসইসি দ্রুত উপায় উদ্ভাবনের পদক্ষেপ নেবে।

দীর্ঘ মেয়াদী পদক্ষেপ ঃ ৪ থেকে ৬ মাস

১। পুঁজি বাজারে Listed Company সমূহের Accounting এবং Auditing Disclosure-এর গুণগত মান উন্নত করার জন্যে Financial Reporting Act (FRA) প্রণয়ন করা হবে।

২। বর্তমান এসইসি'র Insider Trading আইন অনেক দুর্বল। এটিকে আর গভীর এবং কঠোর করা হবে। এত করে বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরে আসবে।

৩। আমাদের দেশের Small Investor Protection আইন ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে পারছে না। উন্নত দেশ সমূহের আদলে আমাদের এই আইন যুগোপোযোগী করা হবে।

৪। স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের কর্পোরেট গভর্নেন্স নিশ্চিত করতে আমাদের স্টক এক্সচেঞ্জগুলোকে দ্রুত Demutualise করা হবে।

৫। মিউচ্যুয়াল ফান্ড সেক্টরকে আরো শক্তিশালী ও বিনিয়োগকারীদের জন্য আকর্ষনীয় করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে এসইসি।

৬। উন্নত সার্ভিইল্যান্স সিস্টেম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এসইসি পুঁজি বাজারের তদারকী কার্যক্রম জোরদার করবে যাতে বিনিয়োগকারীরা প্রতারিত না হয়।

ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণে বিশেষ স্কীম ঃ

১। স্বল্প পুঁজি ও মার্জিন লোন নিয়ে যে সব ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী পুঁজিবাজারে বিনিয়োগের কারণে প্রকৃতই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে একটি বিশেষ স্কীম প্রণয়ন করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে আইসিবি (ICB)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক-কে আহবায়ক করে ৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হবে। কমিটির অন্যান্য সদস্য হবেনঃ

(১) অর্থ মন্ত্রণালয়ের (ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ) একজন প্রতিনিধি

(২) এসইসি-এর একজন প্রতিনিধি

(৩) সিডিবিএল-এর এমডি/সিইও

(৪) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সিইও এবং

(৫) চিটাগাং স্টক এক্সচেঞ্জের সিইও।

কমিটি প্রয়োজনে অতিরিক্ত সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে। এ কমিটি আগামী দুই (২) মাসের মধ্যে একটি পরিপূর্ণ প্রতিবেদন বিবেচনার জন্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে জমা দেবে।

প্রফেসর ডঃ এম. খায়রুল হোসেন
চেয়ারম্যান
এসইসি

অনুলিপি ঃ (প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে)

১। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক।

২। চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

৩। সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিশঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

৪। চেয়ারম্যান, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।

৫। প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স।

৬। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন।

৭। প্রেসিডেন্ট, এসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ।

৮। প্রেসিডেন্ট, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ।

৯। প্রেসিডেন্ট, চিটাগাং স্টক এক্সচেঞ্জ লিঃ।